তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

তদন্ত ইউনিট, আসক

বিষয়	ঃ	বাঘাইছড়ির সাত পাড়ায় আগুন, পাহাড়ি ও বাঙ্গালিদের শতাধিক ঘর পুড়ে ছাই
সূত্র	ঃ	প্রথম আলো, তাং ২২/০৪/০৮
কার্যসূত্র	ঃ	পরিচালক, তদন্ত ও তথ্য সংরক্ষণ
তথ্যানুসন্ধানের তারিখ	ঃ	২৮/০৪/০৮, ২৯/০৪/০৮
তথ্যানুসন্ধানের স্থান	ঃ	বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
তথ্যানুসন্ধানকারী	ঃ	আবু আহমেদ ফয়জুল কবির

অনির্বান সাহা

নোট ঃ
নাগরিক সমাজের একটি প্রতিনিধিদল বাঘাইছড়ি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন– আইনজীবী ব্যারিষ্টার সারা হোসেন, লেখক সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য, তারেক আলী, সাংবাদিক শামীমা বিনতে রহমান, ব-াষ্ট রাঙ্গামাটির আইনজীবী জুয়েল দেওয়ান। আসক'র পক্ষ থেকে আবু আহমেদ ফয়জুল কবির ও অনির্বান সাহা প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক রাজীব মীর রাঙ্গামাটিতে প্রতিনিধিদলে যোগ দেন।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সূত্র ধরে ২৮-২৯ এপ্রিল আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর দু'জন কর্মী নাগরিক কমিটির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ির ঘটনাস্থলে যায়। সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়- গত ২০ এপ্রিল ২০০৮, রবিবার আনুমানিক রাত পৌনে দশটায় রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার সাজেক ইউনিয়নের পাহাড়ী অধ্যুষিত ৮টি গ্রাম- নার্সারি পাড়া, পূর্বপাড়া, ডানে ভাইবাছড়া, বামে ভাইবাছড়া, সীমানাছড়া, গঙ্গারামমুখ, রেতকাবা ও এমএসএফ পাড়া গ্রামগুলোর বসতবাড়ীগুলোতে একসঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে। প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের ঘর-বাড়ী সহ সর্বস্ব পুড়ে যাওয়ার এই ঘটনায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় পাহাড়ী ও বাঙ্গালীরা বর্তমানে ভীত সন্ত্রস্থ। নিজেদের জীবন বাঁচাতে তারা বাড়ী ছেড়ে দূর পাহাড়ে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। বাঘাইছড়ির এই আটটি গ্রাম মূলত সরকারী সংরক্ষিত বন। কয়েক মাস আগে বাঘাইহাট বাজার থেকে সাজেক সড়ক ধরে বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গালীরা বসতি স্থাপন শুরু করে। এ নিয়ে কিছুদিন ধরে পাহাড়ীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছিলো।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণঃ

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানা এলাকায় উপস্থিত হলে কথা হয় স্থানীয় পাহাড়ী-বাঙ্গালী সহ দায়িত্বরত সেনা কর্মকর্তা ও সেনা সদস্যদের সঙ্গে।
তথ্যানুসন্ধানে পাহাড়ী অধ্যুষিত ৮টি গ্রামে গেলে আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের মধ্যে কয়েকজন আসক প্রতিনিধিদ্বয়ের

কাছে ঘটনার বিবরণ দেন।

(১) গুনবান চাকমা (৪০), পেশা- কৃষি
পিতা- কালারঞ্জন চাকমা
গ্রাম- ডানে ভাইবাছড়া
পোষ্ট– বাঘাইছড়ি, থানা- বাঘাইছড়ি
জেলা- রাঙ্গামাটি

গুনবান চাকমা ঘটনার বিষয়ে আসক কর্মীদের জানান– ২০ এপ্রিল ২০০৮ রবিবার রাত আনুমানিক পৌনে দশটার দিকে যখন রাতের খাবার খেয়ে স্ত্রী ও ২ সন্তান নিয়ে ঘুমাতে যাচ্ছিলাম ঠিক এ রকম সময়ে বাড়ীর আঙ্গিনায় লোকজনের উপস্থিতি ধারনা করি। এক পর্যায়ে দেখি বাড়ীর আঙ্গিনার ২০/২২ জন বাঙ্গালী চেচামেচি শুরু করছে। আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বলে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসলে আমাদের ঘরের মধ্যে লোকজন ঢুকে পড়ে। লুটপাট করে। তারপর ঘরে আগুন দিয়ে দেয়। মুহুর্তের মধ্যে ঘরে আগুন ধরে যায়। আমি ও আমার পরিবার ভয়ে দূরে পালিয়ে যায়।

জীবন বাঁচাতে আমরা এক কাপড়ে বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি ঘরের কিছুই নেই। আগুনে পুড়ে সব কিছু ছাই হয়ে গেছে। এখন পাশেই এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকতে হচ্ছে। আসক কর্মীরা গুনবান চাকমার নিকট আগুন কারা দিয়েছে– এমন প্রশ্ন করলে তিনি জানান– বাঙ্গালীরা ঘরে আগুন দিয়েছে। আর্মিরা পেছনে ছিলো, বাঙ্গালীরা সামনে দা লাঠি সোঠা নিয়ে আক্রমন করেছে।

মাসখানেক হলো বাঙ্গালীরা আমাদের ঘরের কাছাকাছি জায়গায় ঘর তুলেছে। আমরা বাধা দিয়েছি। কোনও লাভ হয় নাই। বাধা দিলে বাঙ্গালীরা আমাদের মেরে ফেলবে এমন হুমকিও দিয়েছে। জোর করে গত এক মাস আমাদের জায়গাগুলোতে বাঙ্গালীরা ঘর তুলেছে। গঙ্গারামমুখ আর্মি ক্যাম্পে আমরা অভিযোগ জানিয়েছি কিন্তু লাভ হয় নাই। আর্মিরা সব সময় বাঙ্গালীদের হয়ে কাজ করে। আমাদের কোনও কথাই শুনে না।

আগুনে আমার ঘরের সবকিছু পুড়ে গেছে। আমি অন্যের জমিতে কাজ করে জীবন নির্বাহ করি। আমি কিভাবে আবার ঘর তুলব। কিভাবে বাচ্চাদের নিয়ে বেঁচে থাকব। আমার বাড়ীর কলাগাছগুলো পর্যন্ত পুড়ে গেছে। আমাদের মেরে ফেলার জন্যই বাঙ্গালীরা সেদিন ঘরে আগুন দিয়েছিলো।

কোনও সাহায্য/ত্রান পেয়েছেন কিনা(?) এমন প্রশ্ন করলে গুনবান চাকমা জানান– ঘটনার পরদিন ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ২ কেজি চাল ও ৫০০ টাকা দিয়েছে। পরের দিন আর্মিরা এসে ১০ কেজি চাল ও ৫০০ টাকা দিয়ে গেছে। আর আজকে সেনা প্রধান এসে আরও ৫ কেজি চাল ১ কেজি ডাল, ১ কেজি আলু দিয়েছে।

গুনবান চাকমার স্ত্রী কামলা চাকমা জানান– এক কাপড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছি। ঘরে যা ছিলো সব নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় ঘরটাতেও আগুন দিয়ে গেছে। ঘরে ২ টা খাট, আলনা ছিলো, কাপড়চোপড় ও হাড়ি পাতিল তো ছিলোই। আমার ২টা মেয়ে; ওদের কাপড়চোপড়, বইপত্রও পুড়ে গেছে। আমরা এখন কি নিয়ে বেঁচে থাকব? যে সাহায্য দিয়েছে তা দিয়ে আমাদের কি হবে? আমরা কি পারব একটা ঘর তুলতে। বাঙ্গালীরাই ঘরে আগুন দিয়েছে। আমি দেখেছি বাড়ীতে বাঙ্গালীদের আগুন দিতে।

(২) দীপ্তি রানী চাকমা
স্বামী- নির্মল কান্তি চাকমা
গ্রাম– পূর্বপাড়া
ইউপি– সাজেক, থানা- বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

দীপ্তি রানী চাকমা জানায়– বাঙ্গালীরা দা নিয়ে এসেছিলো মারতে, আমি দৌড়ে পালিয়েছি। ঘরে টিভিটা ছিলো, নিয়ে গিয়েছে। টিভিটা বাঙ্গালী বাবুলের বাড়ী থেকে উদ্ধার হয়েছে। বাজার সমিতির সেক্রেটারী টিভিটা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করবে বলে জানিয়েছে। স্বামী নির্মল কান্তি চাকমার ২টা দোকান রয়েছে বাজারে। আলাপচারিতায় জানা যায়– মোটামুটি স্বচ্ছল ভাবেই সংসার চলছিলো। ছেলেটা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে, তার বইপত্র সহ প্রবেশপত্রও পুড়ে গেছে। ছেলেটার পরীক্ষা নিয়ে যারপর নাই উদ্বিগ্ন মা দীপ্তি রানী চাকমা। ঘরে যা কিছু ছিলো সব পুড়ে গেছে। সেনা প্রধানের দেওয়া ত্রান নিয়েছে ৫ কেজি চাল ৩ কেজি আলু আর ১ কেজি ডাল। সেনা প্রধান আরও দশ হাজার টাকা দিবে বলেছে নতুন ঘর করার জন্য। দীপ্তির আকুতি আমাদের তো সব পুড়েছে। নিঃস্ব হয়ে গেছি। এ টাকায় কি করে ঘর তুলব। আমাদের তো বেঁচে থাকা আর না থাকা সমান হয়ে গেলো। ছেলেটার পড়াশুনারই বা কি হবে? কি করে দিবে পরীক্ষা !

(৩) আঃ মালেক
গ্রাম- গঙ্গারামমুখ
পোষ্ট– বাঘাইছড়ি, থানা- বাঘাইছড়ি
জেলা- রাঙ্গামাটি

আঃ মালেক জানান- পাঁচ বছরের অধিককাল বাঘাইছড়ি এলাকায় ভাড়া বাড়ীতে তার বসবাস। গঙ্গারামমুখে ঘর তুলেছিলো পাহাড়ীদের বাড়ীর সন্নিকটেই। ২০ এপ্রিল সন্ধ্যার কিছু পরে মূল সড়কে চাকমাদের সঙ্গে বসে আলাপ চারিতা করছিলো, এমন সময় "উজাও উজাও" (আগাও আগাও) শব্দ শুনতে পেয়ে ভয়ে দৌড়ে চলে যায় গঙ্গারামমুখ সেনা ক্যাম্পে। এর মধ্যে তার ঘরে আগুন দিয়েছিলো পাহাড়ীরা, তবে এ পাহাড়ীরা বাইরে থেকেই এসেছিলো বলে আঃ মালেক মনে করেন। ঘর পুড়ে ২৫/৩০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন। এ ঘটনার পেছনের কারণ বলতে গিয়ে আঃ মালেক জানান– বাঙ্গালীরা পাহাড়ীদের সঙ্গে বসবাস শুরু করলে ও র সদস্যদের পাহাড়িদের নিকট থেকে চাঁদা নেওয়াটা অসুবিধা হয়ে যাবে। সে কারনে অথবা ই এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। সাধারন পাহাড়ী-বাঙ্গালীরা এ ঘটনার জন্য দায়ী না।

(৪) আব্দুল ওয়াহেদ আলী (৭০)
গ্রাম- রেতকাবা, পোষ্ট– বাঘাইছড়ি
থানা- বাঘাইছড়ি
জেলা- রাঙ্গামাটি

আব্দুল ওয়াহেদ আলী জানান- তিনি চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থেকে স্কুল টিলায় এসে বসতি গেড়েছে আজ ২৫ বছর হলো। ২ ছেলে ও ৩ মেয়ে নিয়ে তার সংসার। গত ২০ এপ্রিল ২০০৮ সন্ধ্যার পরে মুখোশ পড়া ২০/২২ জনের একটি দল বাড়ীতে এসে চিৎকার চেচামেচি শুরু করলে তিনি ঘরের বাইরে বের হন। মুহুর্তের মধ্যেই আগুনে পুরো ঘর জ্বলে ওঠে। বাধা দেওয়ার শক্তি ছিলো না। চোখের সামনে পুড়ে যায় ঘরের সব জিনিসপত্র।

(৫) মোঃ সামসুল আলম
গ্রাম- সীমানাছড়া
পোষ্ট– বাঘাইছড়ি, থানা- বাঘাইছড়ি
জেলা- রাঙ্গামাটি

১৮ বছরের নোয়াখালী থেকে এসে বসতি গড়েছেন সীমানাছড়া ব্রীজ এলাকায়। দিনমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পড়নের কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই বলে জানালো। কারা করলো এ ভয়াবহ কাজ? প্রশ্নের জবাবে শুধু বললো– মুখোশ পড়া, কালো পোশাকের লোক। পাহাড়িরা কি এ কাজ করেছে? জবাবে জানায়– পাহাড়িরাই করেছে তবে এখানকার নয়, বাইরে থেকে আসা। কারণ এলাকার সকলেই সকলকে আমরা চিনি। পরিচিত কেউ ছিলো না।

(৬) চিচিপুদি চাকমা (৩৩)
স্বামী- শশী রঞ্জন চাকমা
গ্রাম- বামে ভাইবাছড়া
থানা– বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

চিচিপুদি চাকমা জানান– স্বামী ও ৩ ছেলে ৩ মেয়ে নিয়ে আমার সংসার। বড় ছেলে বাঘাইহাট হাইস্কুলে ৮ম শ্রেণীতে পড়ে। আরও ২ জন ব্র্যাক স্কুলে পড়ে। আমার স্বামী অন্যের জমিতে কাজ করে। আমরা গরীব। কোনওভাবে আমরা বেঁচেছিলাম। ২০ তারিখ রাত ১০ টার দিকে বাঙ্গালীরা আমার বাড়ীতে আসে। এসে গালিগালাজ চিৎকার চেচামেচি শুরু করে। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসলে দা দেখিয়ে বলে পাহাড় ছেড়ে চলে যা, নইলে মেরে ফেলব। তখন আমরা প্রাণভয়ে সকলেই দূরে চলে যাই। দুর থেকে দেখি ঘরে আগুন জ্বলছে। যখন ফিরে আসি তখন ঘরসহ ঘরের সব জিনিস পুড়ে শেষ। জানি না কেনও বাঙ্গালীরা এরকম করলো। আমরা তো শেষ হয়ে গেলাম। আমরা কিভাবে ঘর তুলব? কিভাবে চলব? আমরা কি করেছিলাম যে আমাদের সব পুড়িয়ে দিলো।

বাঙ্গালীরা কেন এমন করলো আসক কর্মীদের এমন প্রশ্নের উত্তরে চিচিপুদি চাকমা জানান– জানিনা কেন করলো তবে প্রায় ১ মাস হলো বাঙ্গালীরা আমাদের জায়গাগুলোতে ঘর তুলতে শুরু করেছিলো, আমরা বাধা দিলে তারা আমাদের মেরে ফেলার হুমকি দিতো। তাদের তোলা ঘরে তারা কেউ থাকত না। দিনের বেলায় এসে কিছুটা সময় থাকত রাতে কেউ থাকত না। ঘরে কোন জিনিসপত্রও থাকত না। এসব বাঙ্গালীরা সকলেই বাজারের দিকে থাকে। এখন তারা আমাদের জমিতে ঘর তোলা শুরু করেছে।

সরকার থেকে কোনও সাহায্য পেয়েছেন কিনা(?) এমন প্রশ্নের জবাবে চিচিপুদি চাকমা জানান– আর্মিরা চাল দিয়েছে। ঘটনার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৭ কেজি চাল ১ কেজি ডাল, ১ কেজি আলু ও ১৫০০ টাকা পেয়েছি। কিন্তু এ টাকায় কি আমরা একটা ঘর তুলতে পারব? আমাদের যা ছিলো তার সবই তো পুড়ে শেষ। আমরা শুধু বেঁচে আছি।

(৭) গরমিলা চাকমা (৩০)
স্বামী– শান্তিরঞ্জন চাকমা
গ্রাম– ডানে ভাইবাছড়া
পোষ্ট– বাঘাইছড়ি, থানা– রাঙ্গামাটি
জেলা– রাঙ্গামাটি

গরমিলা চাকমা জানান– ২০ এপ্রিল রাত ১০ টার দিকে যখন আমরা রাতে খাবার খেয়ে ঘুমাতে গেছি। হঠাৎ করে চিৎকার চেচামেচি শুনে ঘরের বাইরে এসে দেখি বাঙ্গালীরা লাঠিসোঠা দা নিয়ে আমাদের ঘরের দিকে ছুটে আসছে। তখন আমি ও আমার স্বামী বাচ্চাদের নিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই। যাওয়ার সময় এক কাপড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। দূরে দাড়িয়ে থেকে দেখেছি আমাদের ঘরে বাঙ্গালীরা আগুন দিচ্ছে। ফিরে এসে দেখি ঘরের সব জিনিসপত্র পুড়ে ছাই। আমাদের ২ ছেলে ২ মেয়ে। বাচ্চাদের কাপড় চোপড় বই খাতা সব পুড়ে গেছে। বাঙ্গালীরা আমাদের ক্ষতি করবে এমন ধারনা আমরা আগেই করেছিলাম। কারন মাসখানেক হলো আমাদের জায়গাগুলোতে বাঙ্গালীরা ছোট ছোট খুপড়ি ঘর তুলছিলো। আমরা বাধা দিলেও কোন লাভ হয়নি। আর্মির ভয় দেখাতো। এখানে তো আর্মিরাই সব। বাঙ্গালীদের ঘর তোলার বিষয়ে আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে আমরা অভিযোগ দিয়ে এসেছিলাম। সিইও (কমান্ডিং অফিসার) লেঃ কর্ণেল সাজিদ ইমতিয়াজ স্যারের কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু লাভ হয় নাই। আমাদের কথা কেউ শুনে না। বাঙ্গালীরা এসে হুমকি দিতো। মেরে ফেলবে, ঘর পুড়িয়ে দিবে, এসব কথা বাঙ্গালী আলী ও বাবুল কয়েকদিন আগে এসেই আমার বাড়ীতে বলে গিয়েছিলো। এখন তো ওদের কথাই সত্যি হলো। ওরা যা বলেছিলো, তাই করলো। আর্মিরা আমাদের কোনও কথা বিশ্বাস করতে চায় না। আর্মিরা মনে করে আমরা বানিয়ে বানিয়ে বলি। বাঙ্গালীরা আমার ঘরে আগুন দেওয়ায় শুধু আমার ঘরই পুড়ে নাই, আমার কলাবাগানও পুড়ে গেছে। এছাড়া আগুনে আমার আনারস বাগানেরও ক্ষতি হয়েছে। এখন আর্মিরা বলছে যারা এটা করেছে তাদের খুঁজে বের করবে। কিন্তু তারা আগে কেন ব্যবস্থা নেয় নাই। এখন আর্মিরা চাল দিচ্ছে, ডাল দিচ্ছে কিন্তু আমরা তো সাহায্য চাইনি। আমরা তো আমাদের আশংকার কথা বলেছিলাম। কিন্তু তখন আমাদের কথা

শুনে নাই। তারা আমাদেরকে পাহাড় থেকে বিতারিত করতে চায়। আমাদের ঘরে আগুন দিয়ে আমাদের শেষ করে ফেলেছে। আমার ঘরে কিছুই নাই শুধুই ছাই। আমি আমার সন্তানদের নিয়ে বনবিহার আশ্রয় নিয়েছি। জানি না ঘর তুলতে পারব কিনা। যখন আমাদের ঘরে আগুন দেয় তখন আমরা বাধা দিতে পারি নাই। বাধা দিতে গেলে তারা আমাদের মেরেই ফেলত। জানতে চান বাঙ্গালীদের ঘরে তাহলে কে আগুন দিলো–

গরমিলা জানান– বাঙ্গালীদের ঘরে বাঙ্গালীরাই আগুন দিয়েছে। ওদের এসব ঘরে তো কেউ থাকত না। কোনও জিনিসপত্রও ছিলো না। ছোট ছোট ঘরগুলো করেছিলো ধীরে ধীরে আমাদের জায়গাগুলো দখল করার জন্য। এটা ওরা নিজেরাই করেছে। আমরা কেউ ওদের ঘরে আগুন দেই নাই। কারন আমরা তো তখন আমাদের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত ছিলাম।

তিনি জানান- সরকারী সাহায্য কিছু পেয়েছি। তার মধ্যে জেলা পরিষদ থেকে পেয়েছি ৫০০ টাকা ২ কেজি চাল আর আর্মিরা দিয়েছে ১৫০০ টাকা ও ১৫ কেজি চাল। কিন্তু এসবে তো আমাদের কিছুই হবে না। আমাদের ঘর করে দিতে হবে। আর যারা আমাদের এমন ক্ষতি করেছে তাদের বিচার করতে হবে।

(৮) আলো চাকমা
স্বামী– নিউটন চাকমা
গ্রাম– ডানে ভাইবাছড়া
পো– বাঘাইহাট, থানা- বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

আলো চাকমা জানান– আমার ঘরেও আগুন দিয়েছে বাঙ্গালীরা। ২০/৪/০৮ তারিখ রাতে চারদিকে হৈ চৈ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি বাঙ্গালীরা লাঠি দা নিয়ে আমাদের ঘরের দিকে ছুটে আসছে। ওদের আসা দেখে আমরা ভয় পেয়ে যাই। তখন স্বামী ও ২ বাচ্চাসহ ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই। পালিয়ে যাওয়ার সময় এক কাপড়ে বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি সব পুড়ে শেষ। আমরা শুধু প্রাণে বেঁচে আছি। আমার সব শেষ। এখন আমরা থাকব কোথায়? খাবো কি? আমার ঘরে অনেক ধান ছিলো, যা ছিলো আমাদের সারা বছরের খাবার। সব পুড়ে গেছে। সেদিন আমরা বাড়ীতে থাকলে আমাদেরও পুড়িয়ে মারত। যেভাবে এসেছিলো আমাদের পেলে ওরা মেরেই ফেলত।

(৯) আনন্দ চাকমা
বাবা– ইন্দ্রসেন চাকমা
গ্রাম– গঙ্গারাম মুখ
ইউপি– সাজেক, থানা– বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

আনন্দ চাকমা জানান– গঙ্গারাম মুখ গ্রামের ১০টি পরিবারের ঘর-বাড়ী সহ সব কিছু পুড়ে গেছে। ২০/৪/০৮ ইং তারিখে রাত ১০ টার দিকে প্রায় ২শ লোক আমাদের গ্রামে ঢুকে। এরা সকলেই বাঘাইহাট বাজার থেকে এসেছিলো। ওরাই ঘরে ঘরে আগুন দিয়েছে। প্রায় মাসখানেক হলো বাঙ্গালীরা আমাদের গ্রামে এসে আমাদের জমিতে ঘর তোলা শুরু করে। আমরা বাঙ্গালীদের আমাদের জায়গায় ঘর তুলতে নিষেধ করেছিলাম। বাঙ্গালীরা আমাদের উল্টো হুমকি দিয়ে বলে সিইও স্যারের (কমান্ডিং অফিসার) অনুমতি নিয়েই আমরা এসেছি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে একদম মেরে ফেলব। এসব জায়গা সিইও স্যার আমাদের দিয়েছেন, এখন এগুলো আমাদের। আমরা গঙ্গারামমুখ আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে আমাদের কথাগুলো জানাই। আর্মিরা আমাদের বলে ঠিক আছে দেখব বিষয়গুলো। কিন্তু তারা কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয় নাই। বরং বাঙ্গালীদের এগিয়ে দিয়েছে। ধীরে ধীরে বাঙ্গালীরা আমাদের সব জায়গাগুলো দখল করে নিচ্ছে। আমরা বারবার আর্মি ক্যাম্পে জানালেও কোন লাভ হয় নাই। বরং বাঙ্গালীরা আমাদের হুমকি দিয়েছে।

২০/৪/০৮ ইং তারিখ রাতে যখন আমাদের ১০ টা ঘরে আগুন দেয় তখন আমরা ঘটনার বিচার চেয়ে ২/৩ শ পাহাড়ী গঙ্গারামমুখ আর্মি ক্যাম্পে যেতে থাকি। কিন্তু আর্মিরা আমাদের ব্রিজের এ পাড়েই আটকিয়ে দেয়। আর্মিরা আমাদের শান্ত হয়ে বসে থাকতে বলে। আমরা বলি সিজওকে আসতে হবে। সিইওর কাছে বিচার চাই। তখন রাতে সিইও আসে। এসে আমাদের কথা ভালোভাবে না শুনেই বলে- তোমরা যেখানে যেভাবে আছো সেভাবেই থাকো। আমরা বিষয়টা দেখব। আমরা বারবার বলেছি চোখের সামনে বাঙ্গালীরা আমাদের ঘরে আগুন দিয়েছে। সিইও বিশ্বাস করে নাই। শুধু বলেছে শান্ত হও, আমরা দেখব কে করেছে, তাদের শাস্তি দেবো।

পাহাড়ে বাঙ্গালীদের পুনর্বাসনের নামে পাহাড়ীদের জমিগুলো দখল করে নিচ্ছে বাঙ্গালীরা। তারা আমাদের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। নইলে এক রাতে একই সময়ে এতগুলো ঘরে আগুন দিতো না। আমাদের মেরে ফেলার জন্যই সেদিন ঘরে আগুন দিয়েছিলো। আমরা এর প্রতিকার চাই। বিচার চাই। এছাড়া আমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(১০) জগদীশ দেওয়ান
বাবা– নবীন চন্দ্র দেওয়ান
গ্রাম– গঙ্গারাম মুখ
ইউপি– সাজেক, থানা– বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

জগদীশ দেওয়ান জানান– আমার ছেলের এসএসসি পরীক্ষা থাকায় আমি আমার ছেলের সঙ্গে মারিস্তা ছিলাম। ছেলে ওখানে থেকে পরীক্ষা দিচ্ছিলো। পরদিন বাড়ীতে এসে দেখি আমার ঘর পুড়ে ছাই। আমার স্ত্রী ও ২ মেয়ে অন্য বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। আমার ঘরের খাট আলনা কাপড়চোপড় সব পুড়ে গেছে। আমাদের পরনের কাপড় পর্যন্ত নাই। বাঙ্গালীরাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। আমার স্ত্রী দেখেছে- বাঙ্গালীরা এসে ঘরে আগুন দিয়েছে। প্রাণ ভয়ে আমার স্ত্রী মেয়েদের নিয়ে দূরে আশ্রয় নিয়েছিলো। ওরা যদি ঘরে থাকত তাহলে তো ওরাও পুড়ে মারা যেত। আমরা কত কষ্ট করে বেঁচে আছি। আমরা কত কষ্ট করে ছেলে মেয়েগুলোকে স্কুলে দিয়েছি কিন্তু পারলাম না। পড়া তো দুরের কথা ঘর তুলব কিভাবে? খাবো কি? এসব নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। সরকারী কিছু সাহায্য পেয়েছি কিন্তু তা সামান্যই। কিছু চাল আর ৫০০০ টাকা পেয়েছি। এ টাকা দিয়ে কি আমাদের সমস্যা মিটবে। আমাদের ঘর তুলতে না পারলে আমরা থাকব কোথায়? অন্যের বাড়ীতে কতদিন থাকতে পারব।

(১১) বুদ্ধিরঞ্জন চাকমা (৩৫)
পিতা– মৃত গোপালকৃষ্ণ চাকমা
গ্রাম– গঙ্গারামমুখ
ইউপি– সাজেক, থানা– বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

বুদ্ধিরঞ্জন চাকমা (৩৫) পেশায় ছোট ব্যবসায়ী। তার একটি ছোট পরিসরে মুদির দোকান ছিলো। ১৮/৪/০৮ তারিখে বুদ্ধিরঞ্জন চাকমার মা মারা যান। দাহ করার জন্য বুদ্ধিরঞ্জন পার্শ্ববর্তী উলুচর গ্রামে গিয়েছিলো। বাড়ী ফিরে এসে দেখে- তার ঘর সহ দোকানপাট পুড়ে গেছে। অবশিষ্ট আর কিছুই নেই। স্ত্রী নিঝিমালা চাকমা, ১ ছেলে ও ২ মেয়েকে নিয়ে সংসার।

বুদ্ধিরঞ্জন চাকমা জানান– মা মারা যাওয়ায় মনের অবস্থা আমাদের সকলেরই খারাপ ছিলো। বাড়ী ফিরে এসে দেখি ঘর নেই দোকান নেই। সব পুড়ে ছাই। তখন আর বেচে থাকতে ইচ্ছা করে না। কিভাবে স্ত্রী সন্তানদের মুখে আমি খাবার তুলে দিবো। একটা সংসারে যা ছিলো তার সবই পুড়ে ছাই। মাথা কাজ করে না। কিভাবে কি ঘটে গেলো। আমার ছেলে মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে উঠেছি। আমার স্ত্রী অসুস্থ্য হয়ে পড়েছে। আমাদের কিছুই নেই। কি দিয়ে কি করব ভেবে পাই না। সাহায্য কিছু পেয়েছি। তা দিয়ে তো ঘরও তুলতে পারবা না, দোকানও করতে পারব না। আমাদের প্রতিটা জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন কি করবেন এমন প্রশ্নের জবাবে বুদ্ধিরঞ্জন জানান– আমি জানিনা কি করব? কিভাবে বাঁচব?

১২)	বানু কুমার চাকমা
বাবা– সর্দার চাকমা
গ্রাম– গঙ্গারামমুখ
ইউপি– সাজেক, থানা– বাঘাইছড়া
জেলা– রাঙ্গামাটি

বানু কুমার চাকমা জানান– আমি দিনমজুর। আর্মিরা যে রাস্তা করতেছে সেখানে (   ) নাইট ডিউটি করি। রাত ১০/১১ টার দিকে পাহাড়ে আগুন দেয় বাঙ্গালীরা। সেদিন রাতে আমার ডিউটি ছিলো না। আমি দেখেছি আর্মির গাড়ী থেকে বাঙ্গালীদের নেমে আসতে। আর্মিদের হাতে লাঠি ছিলো। আমার ঘরটা পুড়ে যাবার পর আমি গঙ্গারামপুর থেকে দূরে চামিলীছড়া গ্রামে আমার বোনের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছি। পুড়ে যাওয়া বসতভিটা পাহারা দেওয়ার জন্য আমার স্ত্রী গঙ্গারামপুর রয়েছে।

তিনি জানান– বাঙ্গালীরা সব সময় আর্মির সহায়তা পায়। আমাদের ঘরগুলো পুরে ছাই হয়ে যাওয়ার পরও আর্মিরা বিশ্বাস করে না বাঙ্গালীরা আমাদের বাড়ীতে আগুন দিয়েছে। সাহায্য বলতে শুধু চাল, ডাল পেয়েছি আর ১৫০০ টাকা। কিন্তু এ টাকা দিয়ে তো আমাদের কিছুই হলো না। আমাদের ঘরের প্রতিটা জিনিস পুড়ে গেছে। আমাদের ঘরে আগুন লাগার পরে আমাদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। কিন্তু আর্মির ভয়ে আমরা কিছু করতে পারি নাই। কারণ ঘটনা ঘটার পরপরই আর্মিরা আমাদের গ্রামে ঢুকে পড়ে। সিইও তখন বলেছিলো আমরা দোষীদের শাস্তি দেবো এবং ঘরবাড়ি করে দিবো। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে আটক করা হয় নাই। শুনেছি আমাদের তিনজন পাহাড়ি ছেলেকেই আর্মিরা ধরে নিয়ে গেছে। ঘটনা ঘটালো বাঙ্গালিরা আবার পাহাড়িদেরকেই ধরে নিয়ে গেছে আর্মিরা। আমরা বুঝে গেছি বিচার পাবো না। বানু কুমার চাকমা আরও জানান– আলী নামে একজন বাঙ্গালী পাহাড়ীদের বসতভিটার পাশে বাঙ্গালীদের ঘর তুলতে সহযোগিতা করে। আলীর কর্মকান্ডে বাঁধা দিলে সে পাহাড়ীদের খুন করার হুমকি দেয়। বাঙ্গালীদের প্রটেক্ট দেওয়ার জন্য আলীকে প্রাথমিকভাবে ঘরপ্রতি ৩০০ টাকা এবং টিকে থাকতে পারলে আরও ৫০০০/- টাকা দিতে হবে বলে চুক্তি হয় বলে বানু চাকমা জানান।

(১৩)	নিহার কান্তি চাকমা
পিতা– কুমোই চাকমা
গ্রাম– এমএসএফ পাড়া
ইউপি– সাজেক, থানা– বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

নিহার কান্তি চাকমা জানান– ২০/৪/০৮ তারিখে যখন পাহাড়ে আগুন জ্বলতেছিলো তখন পাহাড়ীরা যেন একতাবদ্ধ হতে না পারে সে জন্য আর্মিরা সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়ে। পাহাড়িদের পাশাপাশি বাঙ্গালীরাও রাস্তায় নেমেছিলো। তখন আমরা লক্ষ্য করেছি বাঙ্গালীরা দলবদ্ধ হয়ে রাস্তা দিয়ে চিৎকার চেচামেচি করতে করতে যাচ্ছিলো আর সেনাবাহিনী বাঙ্গালীদের পেছনে পেছনে ছিলো। বাঙ্গালীদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আর্মিরা সব সময় কাজ করে।

পাহাড়ীদের ঘরে বাঙ্গালীরা আগুন দিয়েছে কিন্তু বাঙ্গালীদের ঘরে আগুন কারা দিয়েছে(?) এমন প্রশ্নের জবাবে নিহার কান্তি চাকমা জানান– পাহাড়িদের ঘরে যখন বাঙ্গালীরা আগুন দিয়েছে এবং পাহাড়িরা যখন জানতে পেরেছে সব পাহাড়িদের ঘরেই আগুন জ্বলছে তখন পাহাড়ে বাঙ্গালীদের তোলা নুতন ঘরগুলোর কিছুতে পাহাড়িরা আগুন দিয়েছে বলে আমি শুনতে পেরেছি। বাঙ্গালীদের যে সব ঘর আগুনে পুড়ে গেছে সেখানে কিন্তু বাঙ্গালীরা থাকত না। এ সব ঘরে বাঙ্গালীরা রাতে থাকত না। দিনে আসত, সারাদিন থেকে চলে যেতো। এগুলো খুব ছোট ছোট করা ছিলো। এসব ঘরে বাঙ্গালীদের পারিখায় থাকত না। বাঙ্গালীরা আর্মিরা সহযোগিতায় এসব ঘর তুলেছে এবং ঘরগুলো পাহাড়িদের ঘর ঘেষে তুলেছে। এগুলো পাহাড়িদের জায়গা। নিষেধ করলেও বাঙ্গালীরা শুনত না। তারা আর্মির অনুমতি আছে বলত। আমরা সেনা ক্যাম্পগুলোতে গিয়ে অভিযোগ করলেও আর্মিরা কোনও ব্যবস্থা নিত না। ধীরে ধীরে পাহাড়ীদের অনেক জায়গা এভাবে দখল করে নিচ্ছে বাঙ্গালীরা। আমার নিজের কিছু জমি রয়েছে এখানে কাজ করে যা কিছু

হয় তাতে আমার অনেক কষ্টে সংসার চলে। এখন তো বাড়ীটা পুড়ে ছাই। বাড়ীতে কিছু নেই। ঘর থেকে একটা জিনিসও বের করতে পারি নাই। এক কাপড়ে রয়েছি পরিবারের সবাই। কিছু সাহায্য পেয়েছি পরিষদ ও আর্মি থেকে। কিন্তু রান্না যে করব হাড়ি পাতিল ও তো পুড়ে ছাই। আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে সেটা বলার মতো না। আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছি। কারা আমাদের এমন ক্ষতি করল? সিইও বলেছিলো দোষীদের শাস্তি দিবে কিন্তু এখন পর্যন্ত জানতে পারলাম না কারা করেছিলো, কেনও করেছিলো সিইও শুধু মুখে বলে যায় কিন্তু আমাদের উপকার হয় এমন কাজ করে না। শুনেছি এ ঘটনার জন্য তিনজন পাহাড়িকে আর্মিরা ধরে নিয়ে গেছে। বাড়ীও পুড়লো আবার আর্মিরা ধরেও নিয়ে গেল।

(১৪) মোঃ রফিকুল ইসলাম (৪০)
গ্রাম– রেতকাবা (স্কুলের নিকট)
ইউপি– সাজেক, থানা– বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

২০ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ রাতে রফিকুল ইসলামের ঘরেও আগুন দিয়েছিলো অপরিচিত মুখোশ পড়া লোকজন। রফিকুল ইসলাম জানান– ৭/৮ বছর আগে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমাড়ী থানা এলাকা থেকে এখানে বসতি স্থাপন করেছি। স্ত্রী, ১ ছেলে ও ২ মেয়ে নিয়ে আমার সংসার। ২০/৪/০৮ তারিখে রাত ৯/১০ টার দিকে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে রাতের খাবার খেয়েছি মাত্র এমন সময় "ওজাও ওজাও" শব্দ শুনতে পেয়ে ঘরের বাইরে বের হই। দেখি ২০/২২ জন পাহাড়ি মুখোশ পড়ে ওজাও ওজাও (আগাও আগাও) শব্দ করতে করতে আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আমি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই। ফিরে এসে দেখি ঘর পুড়ে ছাই। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কিছুই নিতে পারি নাই। ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জিনিসপত্র সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

(১৫) মঙ্গল চরন চাকমা (৪২)
গ্রাম– গঙ্গারামমুখ
ইউপি– সাজেক, থানা– বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

গঙ্গারামমুখে মঙ্গলচরন চাকমার পোড়া বাড়ীতে গেলে ঘটনার বিষয়ে তিনি জানান– ১৯ এপ্রিল বিকালে তার দোকানে (মেইন রাস্তার পাশে) বাঘাইহাট বাজারের আলী সহ কয়েকজন এসে তাকে হুমকী দিয়ে যায়। তখন আলী তাকে (মঙ্গল চাকমা) বলেছিল যে, সন্ধ্যার পর যদি তাকে দোকানে দেখা যায়, তাহলে তার সবকিছু পুড়িয়ে ফেলা হবে এবং সপরিবারে তাকে পুড়িয়ে মারা হবে। ঐদিন রাতেই ভয়ে তিনি তার স্ত্রী-সন্তানদের অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দেন। পরদিন (২০/০৪/০৮) রাত সোয়া দশটার দিকে তার ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বাড়ীর অদূরে লুকিয়ে থেকে অশ্রু সজল চোখে তিনি নিজের ঘর আসবাবপত্রসহ সবকিছু পুড়ে যাওয়া দেখেন। এখন পড়নের একটি লুঙ্গিই তার সম্বল, তবুও ক্যাম্পে গিয়ে সেনা প্রধানের কাছ থেকে ত্রানের সামগ্রী নিতে অনীহা প্রকাশ করেন তিনি। প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান– ঘরে আগুন লাগানোর সময় সবার মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল বলে তিনি তাদেরকে চিনতে পারেন নি। তবে ওরা সবাই বাঙ্গালী এবং বাঘাইহাট বাজারের লোক বলে তিনি ধারনা করছেন।

(১৬)	মোঃ আবুল কাশেম
গ্রাম- চামেলী ছড়া
ইউপি– সাজেক, থানা– বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

মোঃ আবুল কাশেম জানান– ৬/৭ বছর আগে মারিশ্যা এলাকা থেকে এখানে বসবাস করছি। স্ত্রী ২ ছেলে ২ মেয়ে নিয়ে আমার সংসার। ১৯/৪/০৮ তারিখে বাঙ্গালীদের ঘর তোলা নিয়ে পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিলো। এখন গঙ্গারামমুখ সেনাক্যাম্প যে কয়েকঘর বাঙ্গালী আমরা রয়েছি সকলকে গঙ্গারামমুখ থেকে সরিয়ে ফেলে। এরপর ২০/৪/০৮ তারিখে পাহাড়ে আগুনের ঘটনা ঘটে। পাহাড়ীরাই এ ঘটনার সূত্রপাত করেছে। আমরা যেখানেই ঘর তুলতে যাই কিংবা বাগান করতে যাই, সেখানেই তারা বাধা দেয়। তেড়ে আসে। আমরা একা একা কোথাও যেতে ভয় পাই। ওরা ভীষন মারমুখী। আমরাও তো গরীব। আমরাও তো একটু থাকতে চাই। আমরা তো ওদের সঙ্গে কোনও বিবাদে যাই না। আমরা কয়েকটা বাঙ্গালী পরিবার এখানে নতুন ঘর তোলার অনুমতি নিয়েছিলাম সিইও'র কাছে। আমরা তো গরীব। তাই সিইও বলেছিলো- ঘর তুলো। পাহাড়ীরা এটা কোনও ভাবেই মেনে নেয় না। ওরা সেদিন "ওজাও ওজাও" শব্দ করে বাইরে থেকে পাহাড়ি নিয়ে এসে আমাদের ঘরবাড়ীতে আগুন দিয়েছে। আমাদের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিছু সাহায্য আর্মিরা দিয়েছে। কিন্তু ঘর তোলার টাকা কোথায় পাবো?

(১৭)	মোঃ সামসুল আলম
সীমানাছড়া ব্রীজ
বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি

মোঃ সামসুল আলম জানান– নোয়াখালী জেলা থেকে ১৮ বছর আগে এখানে বসতি স্থাপন করে আসছি। দিনমজুরের কাজ করি। ঘটনার দিন রাতে পাহাড়িরা ওজাও ওজাও শব্দ করে আমার ঘরের দিকে আসতে থাকে। আমি ভয় পেয়ে ঘর ফেলে পরিবার নিয়ে দৌড়ে চলে যাই। ফিরে এসে দেখি আমার ঘরের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পরনের কাপড় ছাড়া কিছু নাই। এতদিন ধরে আছি, কোনাওদিন এমন ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু সেদিন পাহাড়িরা কি কারনে ঘরে আগুন দিলো বুঝতে পারলাম না। ঘরে আগুন পাহাড়িরাই দিয়েছিলো আমি নিশ্চিত। ওদের অনেকেই মুখোশ পড়ে ছিলো। অনেকে কালো পোশাক পড়া ছিলো।

(১৮)	পরান চাকমা (৩২)
পিতা- মৃত হরিশচন্দ্র চাকমা
গ্রাম– পূর্ব পাড়া, বাঘাইহাট
থানা– বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

পরান চাকমা জানান– ২০ এপ্রিল রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টার দিকে চারিদিক থেকে চিৎকার চেচামেচি শুরু হয়। ওই সময় রাস্তায় ৩/৪টি আর্মির গাড়ী ছিল। আর্মির গাড়ীর সামনে থেকে বাঙ্গালীরা এসে আমাদের ঘরে আগুন দেয়। আগুন লাগানোর সময় বাঘাইহাট বাজারের বক্কারের ছেলেকে মশাল হাতে তিনি দেখতে পেয়েছেন বলে জানান। বাঙ্গালীরা অধিকাংশই মশাল হাতে বাঘাইহাট বাজার থেকে এসেছিল। প্রশ্নোত্তরে পরান চাকমা আরো জানান– তাদের বাড়ীতে আগুন লাগানোর সময় তিনি প্রথম অবস্থায় ঘরের সব জিনিসপত্র সরানোর জন্য চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তাকে সহ আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলানোর ভয় দেখালে তিনি ভয়ে পালিয়ে যান। কিছুই আর সরানো সম্ভব হয়নি, সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

(১৯) সুরতা চাকমা (২৫)
স্বামী– সুনেশ বিকাশ চাকমা
গ্রাম– গঙ্গারামমুখ
থানা– বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

সুরতা চাকমা জানান– তারা ১২/১৩ বছর ধরে গঙ্গারামপুরে আছেন। এর আগে তারা মেরুং, দিঘীনালায় ছিলেন। সেখানে তাদের বসতভিটা বাঙ্গালীরা দখল করে নেওয়ার পর তারা বাঘাইছড়িতে আসেন। তিনি অভিযোগ করেন যে– এবারও তাদেরকে উচ্ছেদের জন্য তাদের ঘরে আগুন লাগিয়েছে বাঙ্গালীরাই। তিনি আরো জানান– আগুনে তাদের সর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পর আমার ৫ বছরের ছেলে রনি স্কুলে যেতে পারছে না। আগুন লাগার দৃশ্য দেখার পর থেকে আমার ছোট্ট ছেলেটা (রনি) ভয়ে সব সময় কুঁকড়ে থাকে।

(২০) দুলাল চাকমা (২৮)
পিতা– কুসুম চাকমা
গ্রাম– বালুঘাট পাড়া (বাঘাইহাট)
ইউপি– সাজেক, থানা– বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

বাঘাইহাট বাজার মুখী মেইন রোডের পাশ্ববর্তী দুলাল চাকমাদের যৌথ পরিবারের ৪টি বসত ঘর ও ১টি দোকান ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দুলাল চাকমা জানান– আগুন দেওয়ার আগে ঘর থেকে ২টি সিলিং ফ্যান, টিভি, সিডিসহ মূল্যবান জিনিসপত্র এবং ৩ বস্তা ধান বাঙ্গালীরা লুট করে নিয়ে যায়। লুট করার পর তাদের ঘরে আগুন দেয়, ঘরের সবকিছু (স্কুলের বই, জন্ম নিবন্ধনের সনদপত্র, এসএসসি'র সার্টিফিকেট) পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দুলাল চাকমা আরো জানান– তাদের ঘরের টিভিটা গত ২৮/৪/০৮ ইং তারিখে বাঘাইহাট বাজারের বাবুলের দোকান থেকে পাওয়া গেছে।

(২১) লক্ষ্মী কুমার চাকমা
পিতা– বিগ্রুধর চাকমা
গ্রাম– পূর্বপড়া, বালুঘাট
ইউপি– সাজেক, থানা- বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

লক্ষ্মী কুমার চাকমা জানান– ২০ এপ্রিল রাত পৌনে দশটার দিকে মুখোশ পরিহিত কয়েকজন প্রথমে তাদের ঘরের মালামাল লুট করে এবং ঘরের চালে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাদের ৩টি ঘর আগুনে পুরোপুরি ভস্মিভূত হয়ে গেছে। তিনি জানান– পাহাড়ীদের ঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনার সাথে বাঘাইহাট বাজারের বাঙ্গালীরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং বাঙ্গালীদের এই কাজে পেছন থেকে বাঘাইছড়ি জোনের সিইও নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তিনি আরো জানান– পাহাড়ীরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বিধায় তারা বিভিন্ন সময় বাঘাইহাট বাজারের ব্যবসায়ী ও অপেক্ষাকৃত ধনী বাঙ্গালীদের কাছ থেকে ২/৪ হাজার টাকা ধার নিয়ে থাকেন। পরবর্তীতে কোন পাহাড়ী যদি ধার পরিশোধ করতে বিলম্ব করে তখন ওই পাওনাদার বাঙ্গালীরা বিভিন্ন কৌশলে আর্মির সহায়তায় পাহাড়ীদের জায়গা জমি নিয়ে নেয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি বাঙ্গালীদের নব নির্মিত ঘরগুলো (যেগুলো পোড়ানো হয়নি) দেখিয়ে, সেগুলো পাহাড়ীদের বাড়ীর সংলগ্ন জায়গায় উঠানো হযেছে বলে উলে-খ করেন।

(২২) মোঃ আলকাস
পিতা– আ. মতিন

গ্রাম– গঙ্গারামমুখ
ইউপি– সাজেক, থানা– বাঘাইছড়ি
জেলা– রাঙ্গামাটি

মোঃ আলকাস জানান– ঘটনার শুরু আসলে ১৮ এপ্রিল। ওইদিন সকাল বেলা বাঙ্গালীরা বাঘাইহাট বাজারে এসে বলে পাহাড়ীরা বাঙ্গালীদের ঘরগুলো কেটে(ভেঙ্গে) ফেলছে। তারা জোন প্রধান ইমতিয়াজের কাছে নালিশ জানান। ১৯ এপ্রিল রাত সাড়ে নয়টার দিকে পাহাড়ীরা "উজাও উজাও" বলে আমাদের ঘিরে ফেলে এবং হুমকি দেয় যে, বাঙ্গালীদের রক্ত দিয়ে গোসল করা হবে। ওই সময় পাহাড়ীরা বাঙ্গালীদের ঘর লুট করে এবং কিছু কিছু ঘর ভেঙ্গে ফেলে। ২০ এপ্রিল রাতে ২০০/৩০০ পাহাড়ীরা আবারো "উজাও উজাও" বলে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে এবং আগুন লাগায়। ওই সময় সেনাবাহিনী আমাদেরকে (বাঙ্গালী) এগুতে দেয়নি। গতকাল (২৮ এপ্রিল) রাতে বাঙ্গালীদের ঘর পোড়াতে গিয়ে ৩ জন পাহাড়ী এ্যারেষ্ট হয়েছে বলে তিনি জানান।

(২৩) মোঃ নাজিমউদ্দিন রাজু
সেক্রেটারী
বাঘাইহাট বাজার কমিটি
বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি

বাঘাইহাট বাজার কমিটির অফিসে কথা হয় মোঃ নাজিমউদ্দিন রাজুর সঙ্গে। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি জানান– ২০ এপ্রিল বাঘাইহাট জোনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ছিল। এ উপলক্ষ্যে ওইদিন রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমিসহ ৪/৫ জন সিভিল লোক সেনা বাহিনীর দাওয়াতে অনুষ্ঠানে যোগ দিই। অনুষ্ঠান শেষে রাত পৌনে দশটার দিকে হঠাৎ চারিদিক থেকে "উজাও উজাও" ধ্বনিতে আওয়াজ শোনা যায়। তখন একজন ক্যাপ্টেন আমাদেরকে বলে যে, আপনারা বাজারে চলে যান– ঘটনার বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। বাজারে এসে দেখি- বাজারের অদূরে পাহাড়ী গ্রামগুলোতে আগুন জ্বলছে। তখন মেজর হাফিজ আমাদেরকে তার গাড়ীতে উঠায়ে এমএসএফ এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে দেখি– অনেক পাহাড়ী জড়ো হয়ে 'হৈ হুল-া' করছে। তারা সেনাবাহিনীর গাড়ী লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল মারে এবং কান্টার গুলি(গুলতি) মারতে থাকে। কান্টার গুলি বর্ষন শুরু হলে মেজর হাফিজসহ আমরা পিছু হটতে বাধ্য হই।

প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান– "উজাও-উজাও" ধ্বনিতে জড়ো হওয়া লোকজনের মধ্যে অনেকেই সবাই কালো পোষাক পরিহিত ছিল এবং তাদের সবার হাতে জ্বলন্ত মশাল ছিল। তারা কেউ স্থানীয় নয় বিধায় তিনি তাদেরকে চিনতে পারেন নি। প্রায় একই সময়ে প্রায় সাড়ে চার কি.মি এলাকাব্যাপী আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে বলে তিনি জানান। ঘটনার পর বাজার কমিটির পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার প্রতি পাঁচশত টাকা এবং ৫ কেজি চাল দেওয়া হয়েছে; এছাড়া যে সব পাহাড়ীদের থাকার জায়গা ছিল না তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তিনি উলে-খ করেন।

(২৪) মোঃ নূর মোহাম্মদ
৩৩ বেঙ্গল রেজিমেন্ট (২ বীর)
গঙ্গারামমূখ আর্মি ক্যাম্প
বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি

২০ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে বাঘাইছড়ি আর্মি ক্যাম্পে দায়িত্বরত ৩৩ বেঙ্গল রেজিমেন্ট (২ বীর) সার্জেন্ট মোঃ নূর মোহাম্মদ আসক কর্মীদের জানান– সেদিন (২০ এপ্রিল) আমাদের ২ বীর (৩৩ বেঙ্গল রেজিমেন্টের) ইউনিটের রেইজিং ৭৩ (প্রতিষ্ঠাবাষির্কী) ছিলো। সেদিন ক্যাম্পে অনুষ্ঠান ছিলো। আমি ১০ সদস্যের টিমের পেট্রোল ডিউটিতে ছিলাম। সেদিন এই একটি মাত্র পেট্রোল (ডিউটি ছিল) দায়িত্ব পালন করছিল। রাত ৮ টার দিকে গঙ্গারামমুখ গ্রামে এসে পৌঁছলে গ্রামের সড়কের পাশের দোকানের

সন্নিকটে কয়েকজন (১২/১৪ জন) পাহাড়ি জড়ো হয়ে দাড়িয়ে থাকতে দেখে আমি তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি তোমরা এখানে কি করতেছো? আমার প্রশ্নের জবাবে তারা কোনও সদুত্তর দেয় না। এরপর আমি তাদেরকে নিজ নিজ বাড়ীতে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করি। এরমধ্যেই হঠাৎ করে লক্ষ্য করি একটু পার্শ্বেই বেশ কিছু দা, বল-ম ও লাঠিসোঠা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিজ্ঞেস করি এগুলো কাদের? তখন তারা কেউ কোনও কথা বলে না। তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে ওয়্যারলেসে ক্যাম্পে তথ্য পাঠাই। ওয়ারেন্ট অফিসার হারুন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পেট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং ঘটনাস্থলে এসে দা বল-ম লাঠিসোঠাগুলো উদ্ধার করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। হারুন স্যার চলে যাওয়ার পর আমার সন্দেহ হয় এরা কি কোনও অঘটন ঘটানোর জন্য এগুলো জড়ো করেছিলো কি না? যাহোক আমরা ডিউটি দিতে থাকি। রাত সাড়ে ৯ টার দিকে হঠাৎ করেই "উজাও উজাও" শব্দ করে ৩/৪ 'শ জন লোক পাহাড়ের আড়াল থেকে গঙ্গারামমুখ আর্মি ক্যাম্পের দিকে আসতে থাকে। তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারলেসে ঘটনাটা ক্যাম্পে জানিয়ে দেই। আর পাহাড়িদেরকে অনুরোধ করিতে থাকি শান্ত থাকার জন্য, তারা যেন কোনভাবেই ব্রীজ অতিক্রম না করে। এর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করি ঘরগুলোতে আগুন জ্বলছে। মুহূর্তের মধ্যেই গঙ্গারামমূখের প্রায় সবঘরগুলোতে আগুন জ্বলে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে- পেট্রোলের পক্ষে সামলানো সম্ভব হচ্ছে না। ওয়ারলেসে বার্তা পাঠাই। তখন ক্যাম্প থেকে আমাদের সাপোর্টের জন্য সেনা সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছে। আমি নিজে দেখেছি- পাহাড়িরা ঘরের চালে ওঠে কেরোসিন ঢেলে দিচ্ছে আর আগুন দিয়েছে। এরপর পাহাড়িরা বারবার বলতে থাকে সিইও ছাড়া কারো সঙ্গে কোনও কথা বলব না। তখন সিইও লে: কর্ণেল ইমতিয়াজ স্যার আসেন এবং পাহাড়িদের উদ্দেশ্যে শান্ত থাকার জন্য বলেন। পাহাড়িরা তাদের ঘরে আগুন দেওয়ার জন্য বাঙ্গালীদের দোষারোপ করতে থাকলে সিইও স্যার আশ্বস্ত করেন যে, ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। সকল পাহাড়ীদের উদ্দেশ্যে সিইও স্যার শান্ত থাকার জন্য বারবার অনুরোধ করেন। সিইও স্যার রাত ৩ টার দিকে ক্যাম্পে ফিরে যান।

সার্জেন্ট নূর মোহাম্মদ জানান– ঘটনাটা পাহাড়ীরা আকস্মিক ঘটিয়েছে। এখানে আমি ডিউটিতে ছিলাম। আমি নিজে দেখেছি পাহাড়ীরা নিজেরাই বাঙ্গালীদের ঘর সহ নিজেদের ঘরে আগুন দিয়েছে। তবে বাঙ্গালীদের ঘরে আগুন দিয়েছে পাহাড়ীরা একথা শুনে বাজারে বাঙ্গালীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে ঐ এলাকার পাহাড়িদের ঘরে বাঙ্গালীরা আগুন দিয়ে থাকতে পারে- সেটা আমি নিশ্চিত না। তবে সেদিন বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়ে যেতে পারত যদি পাহাড়ী-বাঙ্গালীরা মুখোমুখি হতো। কিন্তু আমরা সকলকে শান্ত করতে পেরেছিলাম।

২ বীর ইউনিট এখানে দেড় বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছে। কখনও এরকম পরিস্থিতি হয় নাই। আমাদের ধারনার বাইরে ছিলো সেদিনকার ঘটনা। পাহাড়ীরা চায় না বাঙ্গালীরা পাহাড়ে বসবাস করুক। তবে সাধারন পাহাড়ীদের পিছনে তৃতীয় পক্ষ এখানে কাজ করেছে বলে আমার ধারনা। কেননা সেদিন অনেক বাহিরাগত পাহাড়ীদের লক্ষ্য করেছিলাম।

(২৪) লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাজিদ ইমতিয়াজ
সিইও (কমান্ডিং অফিসার)
বাঘাইহাট আর্মি ক্যাম্প
বাঘাইছড়ি জোন, খাগড়াছড়ি

লেঃ কর্ণেল সাজিদ ইমতিয়াজ জানান– ঘটনার সময় "উজাও উজাও" (আগাও-আগাও) আওয়াজ শুনে তিনি সহ তার ক্যাম্পের মেজর হাফিজ ও মেজর কবীর আর্মি ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে যান। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে অনেক চেষ্টা করে ঘটনা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছেন, যার ফলে এই ঘটনায় কেউ মারা যায়নি। সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে একই সময়ে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আগুন দেওয়া সম্ভব হলো কিভাবে(?) এই প্রশ্নের জবাবে জনাব ইমতিয়াজ জানান- দুস্কৃতিকারী/হামলাকারীরা সংখ্যায় অনেক বেশী এবং তারা সংগঠিত ও সুপরিকল্পিত থাকায় আগুন লাগাবার ঘটনাটা প্রতিরোধ করা যায়নি।

এই ঘটনায় বাঙ্গালীদের সহায়তাকারী হিসেবে সেনাবাহিনী জড়িত ছিল বলে পাহাড়ীরা অভিযোগ যে করেছে সে বিষয়ে নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে প্রশ্ন করলে লেঃ কর্ণেল ইমতিয়াজ জানান- এই ঘটনায় বাঘাইহাট আর্মি ক্যাম্পের কোন সম্পৃক্ততা নেই, তবে ঘটনার সাথে বহিরাগত পাহাড়ী অথবা ইউপিডিএফ/জেএসএস জড়িত থাকতে পারে বলে তিনি অনুমান করছেন বলে জানান।

তিনি আরো জানান– এই ঘটনায় পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের পক্ষ থেকে বাঘাইছড়ি থানায় পৃথক পৃথক দুটি মামলা দায়ের হয়েছে। মেজর হাফিজের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী সুনীল, রতন ও নোবেলকে সন্দেহজনকভাবে আটক করেছে এবং তাদেরকে ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে যথেষ্ট প্রমাণাদি ছাড়া আকটকৃত পাহাড়ী তিনজনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাদেরকে নির্যাতন না করার জন্য লেঃ কর্ণেল সাজিদ ইমতিয়াজকে অনুরোধ করা হয়। জবাবে তিনি জানান- প্রমাণাদি ছাড়া কাউকেই আটক রাখা হবে না, মেজর হাফিজ এদের তিনজনকে কান্টি (গুলতি) ও দুই বস্তা গুলি-, তীর-ধনুক সহ আটক করেছে। তাছাড়া এরা সংঘবদ্ধভাবে বাইরের লোকজনের সঙ্গে গোপন মিটিং করছিলো। আর জিজ্ঞাসাবাদে কোনরকম চাপ কিংবা নির্যাতন করার প্রশ্নই ওঠে না।

আইনগত পদক্ষেপ সংক্রান্ত তথ্য ঃ
সংশি-ষ্ট ঘটনায় দু'টি মামলা হয়েছে।

(১) মামলা নং- জিআর ১২১/০৮
বাদী- নুরুল আলম
ধারা- ১৪৩, ১৪৪, ৩২৩, ৩৭৪, ৪২৭ বিপিসি
আসামী- অজ্ঞাতনামা ৩০০/৩৫০

নোট ঃ পাহাড়ে আগুন লাগানোর ঘটনায় সেনাবাহিনী সুনীল, রতন ও নোবেলকে সন্দেহজনকভাবে আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুলিশে হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে পুলিশ নুরুল আলম দায়েরকৃত মামলায় সুনীল, রতন ও নোবেলকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কোর্টে প্রেরণ করে।

(২) মামলা নং- জিআর ১২২/০৮
বাদী- অনু চাকমা
ধারা- ১৪৩, ১৪৪, ৪২৭, ৪৩৬, ৩২৩, ৩৪ বিপিসি
আসামী- অজ্ঞাতনামা ১০০/১৫০